তারিখ 11 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সংবাদ

ঢাবি উপাচার্য নির্বাচন

সিনেট সভা ও প্যানেল অবৈধ

ছয় মাসের মধ্যে সিনেট গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য নির্বাচনে ২৯ জুলাই সিনেটের ডাকা বিশেষ সভাকে অবৈধ ঘোষণার পাশাপাশি সেই সভায় মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেলকেও অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সিনেট গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হাইকোর্টে এ বিষয়ে শুনানি করেন কামরুল হক সিদ্দিকী। তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী আশিকুল হক। আর রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান। এর আগে আপিল বিভাগ সিনেটে মনোনীত ওই তিন সদস্যের প্যানেল নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল। আর রুল নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত তখনকার উপাচার্যই

সিনেট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সিনেট : সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে সেই আদেশে জানানো হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুলাই ঢাবির রেজিস্ট্রার একটি চিঠি দেন সিনেট সভার জন্য, যাতে বলা হয় ঢাবি অধ্যাদেশের ১৯৭৩ আর ২১(২) ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ভিসি প্যানেল মনোনয়নের জন্য উপাচার্য ২৯ জুলাই বিকেল ৪টায় সিনেটের বিশেষ সভা আহ্বান করেছেন।

এরপরই ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনে তিন সদস্যের প্যানেল মনোনীত করতে সিনেটের বিশেষ সভা ডাকা হয়। ওই বিশেষ সভার নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষকসহ ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট রিট করেন। রিটের ওপর শুনানি নিয়ে গত ২৪ জুলাই হাইকোর্ট রুলসহ নোটিশের কার্যকারিতা স্থগিত করেন।

এই আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদন করে, যার শুনানি নিয়ে ২৬ জুলাই হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত বিষয়টি নিয়মিত বেঞ্চে পাঠান। এর ধারাবাহিকতায় ৩ আগস্ট আপিল বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের জন্য মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেলের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করে রিটটি চার সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। ২১ আগস্ট রিটের ওপর হাইকোর্টে চূড়ান্ত শুনানি শুরু হয়। গত রোববার রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে আদালত মঙ্গলবার রায়ের দিন ধার্য করেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় রুল নিষ্পত্তির আগেই গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

গত ২৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ভবনে হওয়া সিনেট সভায় উপাচার্য নির্বাচনে যে তিনজনের প্যানেল অনুমোদন করা হয়েছিল, সেখানে আখতারুজ্জামানের নাম ছিল না। তিন সদস্যবিশিষ্ট ভিসি প্যানেলের সদস্যরা ছিলেন- সাবেক ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক কামাল উদ্দিন ও অধ্যাপক আব্দুল আজিজ। ফলে ওই সিনেট সভা এবং তিন সদস্যের প্যানেল অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া রায়ের তেমন কোন প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে পড়ছে না বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন।